২৪-০১-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – তোমার হলে রাজঋষি। বেহদের বাবা তোমাদেরকে সমগ্র পুরাতন দুনিয়া থেকে সন্ন্যাস করা শেখান, যার দ্বারা তোমরা রাজপদ প্রাপ্ত কর।"

প্রশ্নঃ- বর্তমান সময়ে কোনও মানুষের কর্ম-ই অকর্ম হওয়া সম্ভব নয়, কেন?

উত্তরঃ- কারণ সমগ্র দুনিয়াতেই এখন মায়ার রাজত্ব, সবার মধ্যেই পাঁচ বিকার আছে। তাই মানুষ যেকোনো কর্ম করলেই সেটা বিকর্ম হয়ে যায়। কেবল সত্যযুগেই কর্ম অকর্ম হয়। কারণ ওখানে মায়া থাকে না।

প্রশ্নঃ- কোন্ বাচ্চারা খুব ভালো প্রাইজ পায়?

উত্তরঃ- যারা শ্রীমৎ অনুসারে পবিত্র হয়ে অন্ধের লাঠি হয়, কখনো পাঁচ বিকারের দ্বারা বশীভূত হয়ে কুলের কলঙ্ক হয় না, তারা খুব ভালো পুরস্কার পায়। যদি কেউ বারবার মায়ার কাছে হেরে যায়, তাহলে তার পাসপোর্ট-ই ক্যান্সেল (বাতিল) হয়ে যায়।

গীতঃ- ওম্ নমো শিবায়...

ওম্ শান্তি। পরমপিতা পরমাত্মা অর্থাৎ পরম আত্মা হলেন সবার থেকে উঁচু। তিনি হলেন রচয়িতা। প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকরকে রচনা করেন। তারপর নীচে অমরলোকে এসো, ওখানে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব। কেবল সূর্যবংশীদের রাজত্ব, চন্দ্রবংশীদের নয়। এইসব কে বোঝাচ্ছেন? জ্ঞানের সাগর। একজন মানুষ কখনো অন্য মানুষকে বোঝাতে পারবে না। বাবা-ই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, যাকে ভারতবাসীরা মাতা-পিতা বলে। সুতরাং বাস্তবে মাতা পিতা অবশ্যই প্রয়োজন। যেহেতু গায়ন আছে, তাই নিশ্চয়ই কোনো সময়ে তিনি এইরকম ভূমিকা পালন করেছিলেন। অতএব, সবার আগে উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। আত্মা তো সকলের মধ্যেই আছে। আত্মা শরীরের মধ্যে থাকলে দুঃখী কিংবা সুখী হয়। এইসব খুবই বোঝার বিষয়। এইগুলো কোনো সংশয়পূর্ণ গল্পকথা নয়। অন্যান্য গুরু গোসাইরা যা কিছু শোনায়, সেই সবকিছুই হল সংশয়পূর্ণ গল্পকথা। এখন ভারত হল নরক। সত্যযুগে একে স্বর্গ বলা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করত, সেখানে সকলেই সৌভাগ্যশালী ছিল। কেউই দুর্ভাগ্যশালী ছিল না। কোনো রকম দুঃখ-রোগ ছিল না। এটা হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া। ভারতবাসীরা স্বর্গবাসী ছিল। সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। কৃষ্ণকে তো সবাই মানে। দেখ, একে দুটো গোলা দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণের আত্মা বলছে, আমি এখন নরককে লাথি মারছি। হাতে করে স্বর্গ নিয়ে এসেছি। আগে কৃষ্ণপুরী ছিল, এখন এটা হল কংসপুরী। এর মধ্যে কৃষ্ণও রয়েছে। এটা হল এর ৮৪ জন্মের অন্তিম জন্ম। কিন্তু এখন কৃষ্ণের সেইরকম রূপ নেই। বাবা বসে এইসব বোঝাচ্ছেন। বাবা এসেই ভারতকে স্বর্গ বানান। এখন নরক আছে, তাই স্বর্গ বানানোর জন্য বাবা এসেছেন। এটা হল পুরাতন দুনিয়া। যেটা নুতন দুনিয়া ছিল, সেটা এখন পুরাতন হয়ে গেছে। বাড়িও নুতন থেকে পুরাতন হয়ে যায়। শেষে সেটাকে ভেঙে ফেলতে হয়। বাবা এখন বলছেন, আমি বাচ্চাদেরকে স্বর্গবাসী বানানোর জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছি। তোমরা হলে রাজঋষি। রাজত্ব প্রাপ্তির জন্য তোমরা বিকারের থেকে সন্ন্যাস কর। ঐরকম হদের সন্ন্যাসীরা বাড়ি ঘর ত্যাগ

করে জঙ্গলে চলে যায়। কিন্তু তারা তো এই পুরাতন দুনিয়াতেই আছে। বেহদের বাবা তোমাদেরকে নরকের থেকে সন্ন্যাস করান এবং স্বর্গের সাক্ষাৎকার করান। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে নিয়ে যেতে এসেছি। বাবা সবাইকেই বলেন যে, তুমি তোমার জন্মকে জানো না। যে যেমন কর্ম করবে, সেটা ভালো হোক কিংবা খারাপ, সেইরকম সংস্কার অনুসারেই সে জন্ম নেবে – এইরকম অবশ্যই হয়। কেউ ধনী, কেউ গরিব, কেউ রোগী, কেউ স্বাস্থ্যবান হয়। এইগুলো হল আগের জন্মের কর্মের হিসাব। যে খুব স্বাস্থ্যবান, সে নিশ্চয়ই আগের জন্মে হাসপাতাল বানিয়েছিল। কেউ অনেক দানপুন্য করলে, সে ধনী হয়ে যায়। নরকে মানুষ কোনো কাজ করলে সেটা সর্বদা বিকর্ম-ই হয়, কারণ সবার মধ্যেই পাঁচ বিকার রয়েছে। সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে, পাপ কর্ম করে না, জঙ্গলে গিয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে এমন নয় যে ওদের কর্ম সমূহ অকর্ম হয়। বাবা বোঝাচ্ছেন, বর্তমানে এটা হল মায়ার রাজ্য। তাই মানুষ যা কিছু কর্ম করবে, সেটা পাপ কর্ম-ই হবে। সত্য এবং ত্রেতাযুগে মায়া থাকে না। তাই কখনো কোনো বিকর্ম হয় না এবং কোনো দুঃখও থাকে না। এখন তো একদিকে রাবণের শৃঙ্খল, অন্যদিকে ভক্তিমার্গের শৃঙ্খল। জন্ম-জন্মান্তর ধরে ধাক্কা খেয়ে আসছে। বাবা বলছেন, আমি আগেও বলেছিলাম যে, এইসব জপ-তপ ইত্যাদির দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় না। আমি তখনই আসি, যখন ভক্তি শেষ হয়। দ্বাপর থেকে ভক্তি শুরু হয়। মানুষ দুঃখী হলেই স্মরণ করে। সত্য এবং ত্রেতাযুগে সৌভাগ্যশালী ছিল, এখানে দুর্ভাগ্যশালী হয়ে গেছে। মারপিট-কান্নাকাটি করছে। অকালে মৃত্যু তো প্রায়শই হয়। বাবা বলেন - আমি তখনই আসি, যখন নরক থেকে স্বর্গ হওয়ার সময় হয়। ভারত হল প্রাচীন দেশ। যেটা আদিতে ছিল, সেটাই অন্তিম পর্যন্ত থাকবে। ৮৪ চক্রের গায়ন রয়েছে। সরকার যে ত্রিমূর্তি বানায়, সেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকরের থাকা উচিৎ, কিন্তু জানোয়ারের ছবি দিয়ে দেয়। রচয়িতা বাবার কোনো চিত্র নেই, নিচে চক্রও লাগিয়ে দিয়েছে। ওরা ভাবে যে ওটা হল চরকা, কিন্তু ওটা আসলে ড্রামার অর্থাৎ সৃষ্টিচক্র। চক্রের নাম অশোক চক্র রেখেছে। তোমরা এখন এই চক্রকে জেনেই অশোক হয়ে যাও। কথাটা তো ঠিক, কেবল উল্টো পাল্টা করে দিয়েছে। তোমরা এই ৮৪ জন্মের চক্রকে স্মরণ করেই ২১ জন্মের জন্য চক্রবর্তী রাজা হও। এই ঠাকুরদাদাও ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছেন। এটা হল কৃষ্ণের অন্তিম জন্ম। বাবা বসে এনাকে বোঝাচ্ছেন। বাস্তবে এটা তোমাদের সবারই অন্তিম জন্ম। যেসব ভারতবাসীরা দেবী দেবতা ছিল, তারাই ৮৪ বার জন্ম নিয়েছে। এখন তো সকলের এই চক্র সম্পূর্ণ হচ্ছে। তোমাদের এই শরীর এখন 'ছি-ছি' হয়ে গেছে। এই দুনিয়াটাই হল 'ছিঃ ছিঃ' দুনিয়া। তাই তোমাদেরকে এই দুনিয়ার থেকে সন্ন্যাস করানো হয়। এই কবরস্থানকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিৎ নয়। এখন বাবা এবং উত্তরাধিকারকে হৃদয়ে স্থান দাও। তোমরা আত্মারা হলে অবিনাশী, এই শরীরটা বিনাশী। এখন যদি আমাকে স্মরণ কর, তাহলে অন্তিমে সুমতি এবং গতি হয়ে যাবে। গায়ন আছে - অন্তিমকালে যে স্ত্রী জপ করে...। বাবা এখন বলছেন, অন্তিম সময়ে যে শিববাবাকে স্মরণ করবে, সে-ই নারায়ণ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। নারায়ণ পদ সত্যযুগেই প্রাপ্ত হয়। বাবা ছাড়া অন্য কেউ এই পদ দিতে পারে না। এটা হল মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পাঠশালা। 'ওম্ নমো শিবায়' গীতটিতে যার মহিমা শুনলে, সেই বাবা-ই হলেন শিক্ষক। তোমরা জানো যে আমরা তাঁর সন্তান হয়েছি। এখন উত্তরাধিকার নিচ্ছি। এখন তোমরা আর মানুষের মত অনুসারে চল না। মানুষের মত অনুসারে চলার ফলে নরকবাসী হয়ে গেছ। শাস্ত্রগুলোও তো মানুষের দ্বারাই গাওয়া হয়েছে অথবা রচিত হয়েছে। এখন সমগ্র ভারত ধর্মভ্রষ্ট এবং কর্মভ্রষ্ট হয়ে গেছে। দেবতারা তো পবিত্র ছিল। বাবা এখন বলছেন, যদি সৌভাগ্যশালী হতে চাও, তাহলে পবিত্র হও। প্রতিজ্ঞা করো- বাবা, আমি পবিত্র হয়ে তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার অবশ্যই নেব। এই পুরাতন পতিত দুনিয়ার তো বিনাশ হয়ে যাবে। লড়াই-ঝগড়া কত কিছুই না হচ্ছে।

মানুষের মধ্যে কত ক্রোধ। কত বড় বড় বোমা বানিয়েছে। মানুষ এখন কত ক্রোধী আর লোভী হয়ে গেছে। ওখানে কৃষ্ণ কিভাবে গর্ভ মহল থেকে বেরিয়ে আসত, সেটা তো বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করেছে। এখানে গর্ভ জেল রয়েছে। বাইরে বেরোলেই মায়া পাপ কর্ম করাতে আরম্ভ করে দেয়। ওখানে যখন গর্ভ মহল থেকে সন্তান বেরোত, তখন আলোকিত হয়ে যেত। খুব আরামে থাকত। গর্ভ থেকে বেরোনো মাত্র দাসীরা উঠিয়ে নিত, বাজনা বাজা শুরু হয়ে যেত। এখানের সাথে ওখানের কত পার্থক্য। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এখন তিনধামের বিষয়ে বোঝানো হয়। শান্তিধাম থেকে আত্মারা আসে। আত্মা তো নক্ষত্রসম, যে ভ্রূকুটির মাঝে থাকে। আত্মার মধ্যেই ৮৪ জন্মের অবিনাশী রেকর্ড ভরা আছে। এই ড্রামার কখনো বিনাশ হয় না এবং ভূমিকাও কখনো অদল বদল হয় না। এটাও কত আশ্চর্যের বিষয় যে এত ছোট আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট নিখুঁত ভাবে ভরা আছে। এটা কখনো পুরাতন হয় না। এটা নিত্য নুতন। আত্মা পুনরায় তার সেই পার্ট হুবুহু প্লে করে। তোমরা বাচ্চারা এখন আর বলতে পারবে না যে আত্মা এবং পরমাত্মা এক। 'আমিই সেই'- কথার অর্থ বাবা এসেই যথার্থ ভাবে বোঝান। ওরা তো হয় ভুলভাল মানে করে, অথবা বলে দেয় 'অহম ব্রহ্মাস্মি', আমি পরমাত্মা-ই হলাম মায়ার রচয়িতা। বাস্তবে মায়াকে রচনা করা যায় না। মায়া হল পাঁচ বিকার। বাবা কখনো মায়ার রচনা করেন না। বাবা তো নুতন দুনিয়ার রচনা করেন। আমি সৃষ্টির রচনা করি, এটা অন্য কেউ করতে পারে না। বেহদের বাবা তো একজনই। 'ওম্' কথার অর্থও বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে। আত্মা হল শান্ত স্বরূপ, শান্তিধামে থাকে। কিন্তু বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর। আত্মার জন্য এইরকম মহিমা করা হয় না। তবে হ্যাঁ, আত্মার মধ্যে জ্ঞান আসে। বাবা বলেন, আমি কেবল একবারই আসি। আমাকে তো উত্তরাধিকারও দিতে হবে। আমার দেওয়া উত্তরাধিকারের দ্বারা ভারত একদম স্বর্গ হয়ে যায়। ওখানে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সবকিছুই ছিল। এটা হল বেহদের বাবার দেওয়া সর্বদা সুখী থাকার উত্তরাধিকার। পবিত্রতা ছিল বলে সুখ শান্তিও ছিল। এখন অপবিত্রতা আছে বলে দুঃখ এবং অশান্তি আছে। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, তোমরা আত্মারা প্রথমে মূলবতনে ছিলে। তারপর দেবতা ধর্মে এসেছ, তারপর ক্ষত্রিয় ধর্মে এসেছ। ৮ জন্ম সতোপ্রধান অবস্থায় এবং ১২ জন্ম সতো অবস্থায়। তারপর দ্বাপরে ২১ জন্ম এবং কলিযুগে ৪২ জন্ম। এখানে শূদ্র হয়ে গেছ। এখন পুনরায় ব্রাহ্মণ বর্ণে আসতে হবে এবং তারপরে দেবতা বর্ণে যাবে। এখন তোমরা ঈশ্বরের কোলে রয়েছ। বাবা কত ভালোভাবে বোঝান। কেবল ৮৪ জন্মকে জানার মধ্যেই সবকিছু নিহিত রয়েছে। বুদ্ধিতে পুরো চক্রের জ্ঞান রয়েছে। তোমরা এটাও জানো যে সত্যযুগে একটাই ধর্ম থাকবে। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি রাজ্য। এখন তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের পদ প্রাপ্ত করছ। সত্যযুগ হল পবিত্র দুনিয়া। ওখানে জনসংখ্যা খুব কম হয়। অন্যান্য আত্মারা তখন মুক্তিধামে থাকে। কেবল বাবা-ই হলেন সকলের সদগতিদাতা। তাঁকে কেউ চেনেই না। উপরন্তু বলে দেয় যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী। বাবা জিজ্ঞাসা করেন, এটা তোমাদেরকে কে বলেছে? উত্তর দেয়, গীতাতে লেখা আছে। গীতা কে বানিয়েছে? ভগবানুবাচ - আমি তো ব্রহ্মার এই সাধারণ শরীরকে আধার করি। লড়াইয়ের ময়দানে বসে কেবলমাত্র অর্জুনকে কিভাবে জ্ঞান শোনাব। তোমাদেরকে লড়াই কিংবা জুয়া খেলা শেখানো হয় না। ভগবান তো মানুষ থেকে দেবতা বানান। তিনি কিভাবে বলবেন যে, জুয়া খেলো, লড়াই কর। তারপর আবার বলে দিয়েছে যে দ্রৌপদীর পাঁচজন স্বামী ছিল। এটা কিভাবে সম্ভব। আগের কল্পেও বাবা স্বর্গের রচনা করেছিলেন। এখন পুনরায় বানাচ্ছেন। কৃষ্ণের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। যেমন রাজা রানী, সেইরকম প্রজা, সকলেরই ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছ। যে ব্রাহ্মণ ধর্মে আসবে, সে-ই মাম্মা বাবা বলবে। কেউ মানবে, আবার কেউ হয়তো মানবে না। বোঝে যে আমার জন্য এটা খুবই উঁচু লক্ষ্য। কিন্তু সামান্য কিছু

শুনলেও স্বর্গে অবশ্যই আসবে। কিন্তু কম পদ পাবে। ওখানে রাজা রানী এবং প্রজা সকলেই সুখী হয়। নাম-ই হল হেভেন। হেভেনলি গড ফাদার হেভেন রচনা করেন। এটা হল হেল। সকল সীতাকে রাবণ জেলের মধ্যে বন্দি করে রেখেছে। সবাই শোকের মধ্যে থেকে ভগবানকে স্মরণ করছে যে এই রাবণের হাত থেকে মুক্ত কর। সত্যযুগ হল অশোক বাটীকা। যতক্ষণ না তোমাদের সূর্যবংশী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, ততক্ষন বিনাশ হবে না। রাজধানী স্থাপন হয়ে গেলে, বাচ্চাদের কর্মাতীত অবস্থা হয়ে গেলে, ফাইনাল লড়াই হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত রিহার্সাল হবে। এই লড়াইয়ের পরেই স্বর্গের দ্বার খুলবে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য হতে হবে। বাবা পাসপোর্ট বের করেন। যত বেশি পবিত্র হবে, অন্ধের লাঠি হবে, তত ভাল প্রাইজ পাবে। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে - মিষ্টি বাবা, আমি অবশ্যই তোমার স্মরণে থাকব। পবিত্রতা হল মুখ্য বিষয়। অবশ্যই পাঁচ বিকারের দান দিতে হবে। কেউ একবার হেরে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে যায়। যদি দুই-চারবার মায়ার ঘুঁষি খেয়ে পড়ে যাও, তাহলে অনুত্তীর্ণ হয়ে যাবে। পাসপোর্ট ক্যান্সিল হয়ে যাবে। বাবা বলেন -বাচ্চারা, কুলের কলঙ্ক হয়েও না। তুমি বিকারকে ত্যাগ কর। আমি তোমাকে অবশ্যই স্বর্গের মালিক বানাব। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) সৌভাগ্যশালী হওয়ার জন্য বাবার কাছে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। এই 'ছিঃ ছিঃ' দুনিয়াকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া যাবে না।

২) কখনো মায়ার ঘুঁষি খেও না। কুলের কলঙ্ক হয়েও না। যোগ্য হয়ে, বাবার কাছ থেকে স্বর্গের পাসপোর্ট নিতে হবে।

বরদান:- নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতি দ্বারা বিভ্রান্ত আত্মাদেরকে শ্রেষ্ঠ ঠিকানা দিতে সক্ষম লাইট স্বরূপ হও।

যেমন স্থূল আলোর (লাইট) কাছে পতঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই আসে, সেইরকম বিচলিত আত্মারা তোমাদের মত ঝলমলে উজ্জ্বল তারার কাছে তীব্র গতিতে আসবে। এর জন্য সবার ললাটে ঝলমলে উজ্জ্বল তারাকে দেখার অভ্যাস করো। শরীরকে দেখেও দেখ না। নজর যেন সর্বদা ঝলমলে উজ্জ্বল তারার (লাইট) দিকেই যায়। যখন এইরকম আত্মিক দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে যাবে, তখন তোমার এই শ্রেষ্ঠ স্থিতি দ্বারা বিভ্রান্ত আত্মারা সঠিক ঠিকানা পেয়ে যাবে।

স্লোগান:- সেবার মাহাত্ম্যকে জেনে, যে কোনো না কোনো সেবাতে ব্যস্ত থাকে, সে-ই হল অলরাউন্ড সেবাধারী।